বিআইডিএসের বার্ষিক সম্মেলনের শেষ দিনে উপস্থিত অতিথিরা ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

শেষ হলো বিআইডিএস বার্ষিক সম্মেলন

রফতানিমুখী বিদেশী বিনিয়োগ অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে মেগা প্রকল্পগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। তবে এ প্রকল্পগুলো যদি আরো বেশি রফতানিমুখী এফডিআইকে উৎসাহিত করতে পারে, তবে সেটি হবে অর্থনীতির জন্য বড় সুখবর। এসব প্রকল্পের জন্য গৃহীত ঋণ যেন এসব প্রকল্প থেকে আসা অর্থ থেকে পরিশোধ করা যায় সেটিও দেখতে হবে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) বার্ষিক সম্মেলনের শেষ দিনে গতকাল এক বক্তৃতায় এসব কথা বলেন ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে অর্থনীতিবিদ ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, 'নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে কৃষি জমির পরিমাণ ঠিক রাখা বাস্তবিক পক্ষে কঠিন। তবে দেশের প্রতি বর্গকিলোমিটার ভূমি জিডিপি প্রবৃদ্ধির জন্য ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে হবে। পরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়ন ছাড়া শিল্প-বাণিজ্যে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সম্ভব নয়। শহুরে নয় এমন জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমাদের অর্থনীতির বড় একটি অংশ গ্রাম থেকে আসে। তাই তাদের অবদান এবং তাদের উন্নয়নের বিষয় গুরুত্ব দিতে হবে।' তিনি বলেন, এলডিসি-পরবর্তী সময়ে আমরা কীভাবে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ধরে রাখতে পারব, সে বিষয়ে আমাদের দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। একই সঙ্গে আগামীর বিশ্বের সঙ্গে এলডিসি উত্তরণের পরবর্তী সময়ে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সরকারগুলো প্রায়ই ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভর করার ভুল করে থাকে। যেটি দীর্ঘমেয়াদে অসুবিধার সৃষ্টি করে। ফলে আগামীর প্রতিযোগিতার জন্য সরকারের প্রস্তুত হওয়ার বিকল্প নেই।

দেশের প্রায় ৩১ শতাংশ নারী ঘরের বাইরে নিজের এলাকায় চলাচলের সময় নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। একই সঙ্গে ৪ শতাংশও পুরুষও নিজেকে অনিরাপদ মনে করেন। নারীদের মধ্যে নিজেকে নিরাপদ মনে করা ৬৯ শতাংশই তুলনামূলক বয়স্ক। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতার এ হার ৪৪ শতাংশ হলেও অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল নারীদের ৫০ শতাংশই বলছেন নিরাপত্তাহীনতার কথা। কর্মসংস্থানে নিরাপত্তা বিষয়ে ঢাকার নিম্ন আয়ের নারীদের নিয়ে করা 'নারীর কর্মসংস্থান এবং নিরাপত্তা উপলব্ধি' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে আসে।

এতে বলা হয়, পোশাক কারখানায় ৩২ শতাংশ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ১৪ শতাংশ, চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে ৭ শতাংশ, শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ, গৃহকর্মী ৩৬ শতাংশ এবং অন্য পেশার ৭ শতাংশ নারী নিজেকে অনিরাপদ মনে করেন। কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার পথে ৯০ শতাংশ নারীই নিজেকে অনিরাপদ মনে করেন। যারা বাড়িতে কাজ করেন তাদের মধ্যে ৩০ শতাংশ, নিজের এলাকায় কাজ করাদের মধ্যে ৪২ শতাংশ এবং এলাকার বাইরে যারা কাজ করেন তাদের মধ্যে ২৮ শতাংশ নারী অনিরাপদ মনে করেন নিজেকে।

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

রফতানিমুখী বিদেশী বিনিয়োগ

শেষ পৃষ্ঠার পর

এ গবেষণায় মানুষের চলাচলের সুবিধার ঢাকা শহরে সড়ক বাতি নিশ্চিত করা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের জেন্ডার সেনসেটিভ প্রশিক্ষণ দেয়া, একই সঙ্গে শহরে নারীদের নিরাপত্তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নজরদারি করার সুপারিশ করা হয়। গবেষণায় এসব সমস্যা সমাধান ও নারীর জন্য নিরাপদ শহর গঠনের ওপর জোর দেয়ার কথা বলা হয়। এতে নগর পরিকল্পনা ও আইন প্রণয়ণের ক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেয়ার সুপারিশ করা হয়।

বিআইডিএসের তিন দিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলনের শেষ দিনের অন্য অধিবেশনে অনলাইন ব্যবসার কারণে ক্ষুদ্র ও অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষতির বিষয় তুলে ধরা হয়। দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতার চিত্র তুলে ধরা হয় 'ইজ বাংলাদেশ এ জেন্ডার ইন ডেভেলপমেন্ট সাকসেস স্টোরি?' শীর্ষক বক্তৃতায়। এছাড়া বাংলাদেশের কৃষি খাতের উন্নয়নের নানা দিক উঠে আসে 'টুওয়ার্ড এ রিভাইজড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অব আগরারিয়ান বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনায়। বিআইডিএসের তিনদিনের বার্ষিক সম্মেলনে দেশের যানজটে ক্ষতি, নগরায়ণ, ই-কমার্সের প্রভাব, নারীর ক্ষমতায়ন, নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।

বণিকবার্তা
Sat, 04 December 2021
epaper.bonikbarta.net/c/64735150